শচী বলে 'তুমি যদি মোরে ছেড়ে যাবে।
এ ব্রহ্মাণ্ডে তবে আর মাকে কে মানিবে'।।
এ সময়ে গৌরাঙ্গ করিল অঙ্গীকার।
'তোমাকে ছাড়িতে মাতা শক্তি কি আমার?
শোধিতে নারিব মাতা তব ঋণ ভার।
জন্মে জন্মে তব গর্ভে হ'ব অবতার।।
ধর্ম-সংস্থান আর জীবের উদ্ধার।
এরূপে লইব জন্ম আর দুইবার'।।
তারপরে শ্রীনিবাসরূপে জন্ম নিল।
নরোত্তম রূপে নিত্যানন্দ জনমিল।।
আর এক জন্ম বাকী রহিল প্রভুর।
এই সেই অবতার শ্রীহরি ঠাকুর।।
এবে শুন দণ্ডভঙ্গ নিগূঢ় কারণ।
দণ্ডভাঙ্গা ঘাট নামে আছে নিরূপণ।।
ভারতীকে কৈলা গুরু কাটোয়ায় আসি।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রভু হইল সন্ন্যাসী।।
দণ্ড কমণ্ডলু করে কটিতে কৌপিন।
সন্ন্যাসী হইল পরে অতি দীনহীন।।
আর তো নিগূঢ় ভাব দেখহ ভাবিয়া।
নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গে কিসের লাগিয়া।।
কেহ কহে নিত্যানন্দ পরম উদার।
সে কারণ দণ্ড খণ্ড করিল তাঁহার।।
কেহ বলে মহাপ্রভু সকল ত্যজিল।
সব ত্যজি কেন এই দণ্ডটি রাখিল।।
তাহে ক্রোধ করি নিত্যানন্দ ভাঙ্গে দণ্ড।
কেহ কহে ছল করি ভুলায় ব্রহ্মাণ্ড।।
ভাগবত লীলামৃতে আছয় প্রকাশ।
চলিছেন মহাপ্রভু করিতে সন্ন্যাস।।
নিত্যানন্দ দণ্ড প্রতি বলে ওরে দণ্ড।
তোরে করি দণ্ড তুই বড়ই পাষণ্ড।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলীন্দ্র যাহার আজ্ঞাকারী।
সে কেন বহিবে তোরে হয়ে দণ্ডধারী'।।
অবশ্য ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
এসব সিদ্ধান্ত আমি শিরোধার্য্য করি।।
স্বয়ং এর কার্য্য এই আছে চিরধার্য্য।
এক কার্য্য অবলম্বে বাড়ে বহু কার্য্য।।
দুই-তিন অবলম্বে এক কার্য্য হয়।
নিগূঢ় আস্বাদি স্বাভাবিক যে দেখায়।।
হেন মানি নিত্যানন্দের অসহ্য হইল।
সে কারণ প্রভু দণ্ড খণ্ড যে করিল।।
এজন্য অসহ্য হ'ল নিত্যানন্দের মনে।
বৈরাগ্য করিতে আসি দণ্ড নিলি কেনে।।
অহৈতুকী প্রেম-ভক্তি প্রকাশিবি দেশে।
ব্রজরস আস্বাদিতে দণ্ড লাগে কিসে।।
নিজে না জানিলে ধর্ম শিক্ষণ না যায়।
এমত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়।।
ব্রজবিনে জানিবিনে রাধারস বই।
ন্যাসী হ'লি দণ্ড নিলি তা পারলি কই।।
দণ্ড কমণ্ডলু ইহা সন্ন্যাসী বিভব।
যোগী-ন্যাসী তীর্থবাসী তেয়াগিয়ে সব।।
কহে ব্যাস সন্ন্যাস নাহিক কলিকালে।
তার মাঝে বৃথা কার্য্যে দণ্ড কেন নিলে।।
"অশ্বমেধ গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সূতোৎপত্তি কলৌপঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ"।।
মাধুর্য্যের মধ্যে নাহি সন্ন্যাসের ধর্ম।
সন্ন্যাসীর ন্যাসযোগে ঐশ্বর্য্যের কর্ম।।
অকামনা শুদ্ধ-প্রেম সভক্তি আশ্রয়।
দিবে জীবে আচরিবে তাহা কই হয়।।
ভক্তপক্ষে সন্ন্যাস ঘৃণিত অকারণ।
তার লেশ বেশ কেন করিলি ধারণ।।
ব্রহ্মত্ব মাধুর্য্য মুক্তি কৃষ্ণভক্তে দণ্ড।
হরিনামে পাপ ক্ষয় কহে কোন ভণ্ড।।
মুক্তিশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যে যারা ভক্তি নাহি চিনে।
হরিনামে পাপ ক্ষয় তারা ইহা মানে।।